ঝিনাইদহে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে সরিষার আবাদ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মিয়াকুন্ডু গ্রামের দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। যতদূর চোখ যায় শুধু হলুদ আর হলুদ। মাঠ জুড়ে যেন বিছানো রয়েছে হলুদ গালিচা। রঙের পাশাপাশি সরিষার হলুদ ফুলের গন্ধ মাতিয়ে তুলেছে পুরো এলাকা। রঙ আর সুবাসে প্রকৃতি সেজেছে অপরূপ সৌন্দর্যের নান্দনিক রূপে।

মিয়াকুন্ডু গ্রামের মতই ঝিনাইদহের ৬টি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের মাঠে এবার কৃষি বিভাগের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে সরিষার আবাদ হয়েছে। সরিষা ফুলে ফুলে ভরে গেছে বিভিন্ন উপজেলার মাঠ। সেই সাথে মৌমাছির গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠেছে পুরো এলাকা।

কৃষি বিভাগের দেওয়া তথ্যমতে,এ বছর ঝিনাইদহের ৬ উপজেলায় ১৩ হাজার ২’শ ২৯ হেক্টর জমিতে ১৯ হাজার ২’শ ৩৫ মেট্টিকটন সরিষার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। আবহাওয়া অনুকুলে থাকা আর কৃষি বিভাগের প্রণোদনা দেওয়ায় এবার আবাদ বেশি হয়েছে।

সেই সাথে পরিমিত পরিচর্যার কারণে ফলনও ভালো আশা করছেন তারা।

সদর উপজেলার মিয়াকুন্ডু গ্রামের কৃষক আনু মন্ডল বলেন,‘এবার ঝড় বৃষ্টি হয়নি। যে কারণে সরিষার কোনো ক্ষতি হয়নি। আবহাওয়া ভালো থাকায় এবার ফলন ভালো হবে বলে আমরা আশা করছি।’

একই গ্রামের কৃষক মশিয়ার রহমান বলেন,সামনে কোনো প্রাকৃতি দুর্যোগ না হলে ৪৬ শতকের বিঘায় আমরা ১০ থেকে ১১ মন ফলন পাব বলে আশা করছি।’

কৃষক বসির মিয়া বলেন,‘এবার সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের সরিষার বীজ ও সার দেওয়া হয়েছে। যে কারণে এবার সরিষার ব্যাপক আবাদ হয়েছে। তেলের যে দাম কিনে খাওয়ার মতো নেই। এবার সরিষার ফলন হলে সয়াবিন তেলের উপর আমরা আর নির্ভর করব না।

আমরা এবার নিজেদের জমির উৎপাদিত সরিষার তেল দিয়েই সারা বছর চলবে। সরিষা আবাদে আমাদের কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে সকল প্রকার সহযোগিতা করা হচ্ছে। কোনো সমস্যা হলে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের

পরামর্শ নিচ্ছি।’

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো: নুর-এ-নবী বলেন,‘ভোজ্য তেলের আমদানি নির্ভরতা কমানো,শস্য নিবিড়তা ও জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য সরিষা চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। সরকারের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় এ বছর কৃষকদের পর্যাপ্ত সার ও বীজ দেওয়া হয়েছে। ফলন ভালো পেতে আমরা নিয়মিত কৃষক ভাইদের পরামর্শ দিচ্ছি। সেই সাথে সরিষা ক্ষেতের পাশে মধু চাষ করাচ্ছি। এতে যেমন সরিষার ফলন বাড়ছে তেমন মধু উৎপাদন হচ্ছে। আমরা এবছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি সরিষা পাব বলে আশা করছি।’

মেহেরপুরে অনবাদি পতিত জমিতে সরিষার হাসি কৃষক এখন বেজায় খুশী

জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং তেলের এই ঘাটতি পূরণের জন্য দেশে যুগোপযোগী কর্মসূচী গ্রহনের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তিতে উন্নত জাতের তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি কল্পে বিএডিসি’র পক্ষ থেকে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে মেহেরপুর আমঝুপি বিএডিসি।

বিএডিসি’র ডাল ও তেল বীজ বিভাগের প্রধান যুগ্মপরিচালক কৃষিবিদ একেএম নূরুল ইসলাম অনুপ্রেরণায় ও গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণের ফলে গত ২০২১-২২ বর্ষে শুধুমাত্র মেহেরপুরে ১৮৭ হেক্টরে খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের জমিতে ১৯৭ মে.টন তেল জাতীয় ফসল বীজ, যার মধ্যে ৯২ হেক্টর সরিষা থেকে ১০০.০১ মে.টন বীজ উৎপাদন করা হয়।

চলতি ২০২২-২৩ বর্ষে ৩১৫ হেক্টর জমিতে ৩৬৭ মে.টন বীজ উৎপাদনের মধ্যে সরিষাতে ১৪৬ হেক্টরে ১৬১ মে.টন যা গত বছরের তুলনায় সরিষাতেই শতকরা ১৬১ ভাগ বেশী উৎপাদন হয়।

এ দিকে আমঝুপি বিএডিসি’র মেহেরপুর ডাল ও তেল ভিত্তি বীজ উৎপাদন খামারের উপপরিচালক কৃষিবিদ সঞ্জয় দেবনাথ বলেন, বাংলাদেশে সরিষা বীজের বর্তমান চাহিদা ৪১৭৯ মে.টন। যার মধ্যে বিএডিসির খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয় ১১৮৫ মে.টন, যা চাহিদার মাত্র ২৮%।

এ ব্যাপারে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেন, আমন-বোরের মাঝে বাড়তি ফসল হিসেবে সরিষা চাষের উদ্যোগ গ্রহণে এলাকার চাষীরা স্বাগত জানিয়েছে তার পাশাপাশি বাড়তি ফসল পাওয়ায় তারা খুশী। সেই সাথে তাদের ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা ২০০% থেকে একবারে ৩০০ বা ৪০০% উন্নীত হয়েছে ও কাঙ্খিত ফসল উৎপাদনের কোন ব্যাঘাত ঘটেনি ।

কৃষিবিদ সঞ্জয় দেবনাথ আরও বলেন, তেল জাতীয় ফসলের আবাদ বাড়াতে মেহেরপুরস্থ বিএডিসি’র অত্র ডাল ও তেল বীজ উৎপাদন খামারের মূল কার্যক্রম সরিষা, সয়াবিন, সূর্যমুখী’র বীজ উৎপাদনের বাইরে দক্ষিণ কোরিয়ান তেলবীজ ফসল পেরিলা, তিসি ১৩টি হাইব্রিড ও ০২টি ইনব্রিডসহ মোট ১৫টি দেশী ও বিদেশী জাতের সূর্যমুখীর উৎপাদনশীলতা পরীক্ষার জন্য ট্রায়াল প্লট স্থাপন করা হয়েছে।